ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৫২৩
আগরতলা, ৮ মার্চ, ২০১৯

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে জাপানের রাষ্ট্রদূত

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ সচিবালয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত কেঞ্জি হিরামাৎসু। মুখ্যমন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূত কেঞ্জি হিরামাৎসুকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। সাক্ষাৎকারকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরার যোগাযোগ, পর্যটন, শিল্প সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ক্যুইন ভ্যারাইটির আনারস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বিখ্যাত। এই আনারস দুবাই-এ রপ্তানি করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি ত্রিপুরার রাবার, বাঁশ, গোলমরিচ, আদা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে অবগত করেন। তিনি বলেন, এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে এখানে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। জাপানের রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জাপানের কোম্পানীগুলিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করাবেন বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরায় পর্যটন বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার বৌদ্ধ ধর্মীয় পর্যটন স্থল পিলাকও বক্সনগর সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতকে অবগত করান। এছাড়া নীরমহল, নারিকেলকুঞ্জ ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি রাষ্ট্রদূতকে অবগত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সাথে জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে সড়কপথে বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিও তিনি উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এমনভাবে উন্নত করা হচ্ছে যাতে আগামীদিনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে ত্রিপুরা। জাপানের রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত বিষয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা করতে ইচ্ছুক বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। রাষ্ট্রদূত জানান ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে তারা যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানান গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাপান সফরকালে তারা একটি প্রকল্প রূপায়নের অঙ্গীকার করেছে। এই প্রকল্পটি হল সাস্টেনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা। মূলত শেষ হয়ে যাওয়ার আগের প্রকল্পটির রেশ ধরেই এই প্রকল্প। তবে তারা এখন শুধু বাঁশজাত হস্তশিল্পই নয় বাঁশ ও বেত ভিত্তিক আরও শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। ত্রিপুরা পর্যটনস্থলগুলির আকর্ষণ সম্পর্কে জাপানী পর্যটকদের অবগত করাবেন বলে রাষ্ট্রদূত মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। সাক্ষাৎকালে মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলকও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জাপানের রাষ্ট্রদূতের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন।

*****